দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা আড়াই হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৩ লাখ ছাত্রছাত্রী এখন ভয়াবহ সেশনজটের শিকার। এই সেশনজটের ভয়াবহতার উদাহরণ হচ্ছে, প্রথম বর্ষ অনার্সে এখন রয়েছে তিনটি ব্যাচ। প্রথম ব্যাচটির পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের কথা ছিল ২০১২ সালের শুরুতেই, যাদের এখন দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলার কথা। এই সময়ে ফল হাতে নিয়ে পরের ব্যাচটির দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে প্রবেশের কথা ছিল। আর শেষের ব্যাচটির প্রথম বর্ষের ক্লাস শেষের দিকে থাকার কথা। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক দেজেণোবরে অবস্থা। যুগান্তরের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ ভেদে সর্বনিম্ন ১ থেকে ৪ বছরের সেশনজট রয়েছে।

সেশনজট ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এক বড় অভিশাপ। এর কারণে অভিভাবকদের অর্থের অপচয় হয় একদিকে, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পারার ফলে তাদের তো বটেই, ক্ষতি হয় রাষ্ট্রের। বস্তুত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে সেশনজট মানে অপচয়ের পরিমাণও বিশাল। একজন ছাত্র এক মাস সেশনজটে আটকে থাকলে তার পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মিলিয়ে যদি ১০ হাজার টাকা গচ্চা যায়, তাহলে ১৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর পেছনে মাসিক গচ্চার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এই বিশাল অপচয় রোধ করতে হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। বস্তুত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতাই সেশনজটের মূল কারণ। আরও সমস্যা রয়েছে। ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আলাদা কোন পরীক্ষার হল নেই; শিক্ষার্থী ও কোর্স অনুপাতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম পর্যন্ত নেই। আবার উত্তরপত্র সময়মতো মূল্যায়ন না করার অভিযোগ রয়েছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। এছাড়া হরতাল-অবরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনা তো রয়েছেই।

কয়েক মাস হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। যোগদানের পরপরই তিনি সেশনজটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা আশা করব, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে তা দূর করে সর্বক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট হবেন তিনি। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলে সেশনজটের অনেকটাই দূর হবে নিশ্চয়ই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা লেখাপড়া করছেন, তাদের অভিভাবকদের সিংহভাগই গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তানরা যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে দরিদ্র পরিবারের হাল ধরতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে চাই এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।